নির্মল বসাকের দীর্ঘ কবিতা

বল্লম

আমি দৌড়ে এসে বল্লম ছুঁড়ে মারলাম। একটা বন্য-বরাহের চীৎকার, একটা হরিণের ঝট্‌পটানি। কাঁধে ঝুলিয়ে আনলাম শিকার, আর একটা হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে..। পাথরে পাথর ঠুকে আগুন জ্বালালাম। ছাল ছাড়ালাম, খন্ডখন্ড করলাম মাংস ও হাড়। খা, কত খাবি, খা। তুই রান্না করলি পাথরে গর্ত করা পাত্রে। হাড় সমেত মাংসগুলি ঝলসে আমায়দিলি, তুই ও নিলি বড়সড় কচুর পাতায়। এই খাদ্যোল্লাসের পর, গোল পাতার শয্যায় তোকে নিয়ে শুলাম। জড়াজড়ি করলাম, জাপটা জাপটি করলাম... কী নরম শরীর তোর, তোর নরম শরীরের মধ্যে ক্রমশই ঢুকে গেলাম আর ঢুকে গেলাম... এই এক শক্তিকে, শক্তকে অনুভব করে তুই চীৎকার দিলি, শীৎকার দিলি... আহ্-হা-আ-আ-আ-- বল্, আমরা এমন কী খারাপ ছিলাম।

ঘুম ভাঙতেই চারিদিকে বাঘের ডাক, সিংহের গর্জন, হাতীর বৃংহণ... তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম সেই ভুঁই-বিছানা থেকে। তুই থর্‌থর্ করে কাঁপছিস, এ সময় কথা বালা মানা, তোর পিঠ চাপ্‌ড়ে সাহস জোগালাম; হাতে নিলাম বল্লম, ইশারায় তোকে বললাম মশাল জ্বালাতে-জ্বালালি; তবু তুই কাঁদছিস দেখে, এক চড় কষালাম তোর গালে। কান্না বন্ধ, শব্দ চুপ-সেই মশাল আর বল্লম নিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে এলাম জবরদস্তের... তুই দৌড়ে এসে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাসলি, কাঁদলি, হাসলি... সেই হাসি কান্না, তোর নিজের জন্যেও যেমন, আমার জন্যও বটে। বর্বর হলেও, মানুষতো! এইটুকু বুঝতে শিখেছিলাম - সে বড় সুখের দিন ছিল। বল্...

আমাদের ছেলেমেয়ে হলো, গোষ্ঠী হলো। তখনও আমাদের পাতার পোশাক বৃক্ষ-ছালের বর্ম, ঝালরের লজ্জা-নিবারণী। আমরা তখন পাহাড়ের গুহায় অবসরে-অবসরে ছবি আঁকছি আপন ইচ্ছায়--তুই আর আমি গাছের কষের থেকে রঙ যোগাড় করে চিত্রিত করছি গুহাঘর। কিন্তু এখন আমাদের সত্যিকার ঘর চাই। চারিদিকে এ্যাতগাছ, এ্যাত কাঠ!-খুঁটি কাঠের, মেঝে কাঠের, কাঠের পাটাতন। কাঠামো কাঠের, এমন কি চালা পর্যন্ত কাঠ, ডালপালা আর পাতা, শনের লতা দিয়ে বাঁধা বল্লম ছোঁড়া শেখালাম ছেলেদের..., আর দূর থেকে ছোঁড়ার অস্ত্র, বাদের গোলা-সব শিখলাম ও শেখালাম ওদের। মেয়েরা নদী

থেকে আনল জল, মাথার ওপর একটির পর একটি পাত্র, রান্না করা শিখলো তারা মায়ের কাছে। গাছ কেটে কেটে ময়দান করে দিলাম সব জমি। বনের নিরীহ পশুদের একে একে বশ করলাম-ঘোড়া, গাউর, মোষ, গ, পাহাড়ী ভেড়া। তাদের দিয়ে লাঙলের ফাল শক্তমুঠিতে ধরে ফালাফালা করলাম মাটি, ছড়িয়ে দিলাম বীজ হেসে উঠলো ফসল, হেসে উঠলো পৃথিবী। যেমন তোকেও ফালাফালা করলে, তুইও হেসে উঠিস ওই জমিনের মত। মেঝে থেকে চৌকিতে উঠলো আমাদের শরীর-- আমাদের এ বাড়িতেও ঝুলিয়ে দিলাম দু'একটা শিকারের ছবি। আমার চাষ আর তোর কাঠ, ডালপালা যোগাড়-- কী! কমসুখে ছিলাম আমরা!

ছেলেমেয়ে মানুষ করলাম। গাছ কেটে নৌকা বানালাম; বিদেশে বিভুঁইয়ে ছড়িয়ে পড়লাম। বড় বড় নদী পার হলাম, পাহাড় চূড়ায় উঠলাম--হাতে সেই বল্লম, সমুদ্রে ঝাঁপিয়েপড়লাম ঐ নৌকা নিয়ে। কতো মেয়েছেলে এলো কতো কিসিমের-তাদের রঙ, ঢঙ রঙ্গ আলাদা তোর থেকে। তাদের গায়ে হাত দিয়েছি, তবে তোর মতো করে নয়। তোর প্রতি একটা টান আমাকে ফিরিয়ে এনেছে তোরই কাছে, হাজার হোক, তুই আমার সেই বল্লমযুগের মেয়েছেলে। শক্তি আমার ছিল-বাঘের মুখে হাত ঢুকিয়েছি, সিংহের কেশর টেনে থামিয়েছি, হাতির শুঁড়ে হাত বুলিয়েছি আর তোকে বশ করছি, এই বল্লমের মতো আর একটা বল্লম দিয়ে। ঐ রাত্রির বিছানায়, সে, কী অভিমান, ঠোঁট-ফোলানো আবার বুকে মুখ-গোঁজা। তোর নেতানো নরম শরীর আর রান্নার আস্বাদ আমাকে ওম দেয় আর উত্তেজিত করে-এখন নাকি সভ্য হয়েছি আমরা! আমাদের কাপাস আর পশমের পোশাক এখন, কিন্তু রাত্রির বিছানায় আমরা পোশাক-উদাসীন, অরণ্য-আদিম, আমার বল্লম জেগে ওঠে আর ঢুকে যায় তোর নরম গহ্বরে-শিকারের সেই শির-শিরানি এখনও মনে পড়ে..., আমরা সুখে আছি বল? ছেলেমেয়েরা অনেক শিখেছে, জেনেছে, ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীতে-আমাদের গর্ব নয়!

এখন পৃথিবী ভর্তি অনেক কাজ, অনেক বাণিজ্য, অনেক অনেক শিল্প, সাহিত্য কবিতা...। এখন, আমি তোকে 'তুমি' বলি। আমি পূর্ব-পুষের হয়ে বলছি, আমিই উত্তর-পুষ হয়ে শুনছি। পুষের মতো নারীরাও যাচ্ছে কর্মে ঘর্ম ঝরাতে, টাকা রোজগার করতে। প্রেক্ষিতটা অনেক পাল্টে গ্যাছে, না! মানি, নারী এখন পুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে। আমরা কিন্তু কাজ ভাগ করে নিয়েছিলাম, অলিখিত আইনে, অলিখিত ভালোবাসায়...। হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি, শুধু একটি জায়গা ছাড়া নারী, পুষ থেকে কম নয়। শারীরিক শক্তি। আর সবই মেনে নিচ্ছি, সমান-সমান, ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি। সমান বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা, মনন। হৃদয়বত্তায় হয়তো বেশীই। বেশী ছেনালিপনায়ও, নইলে ওই মেয়েগুলো আমার গা-ঘেঁষে, অঙ্গ ভঙ্গি করছে কেন! মানি, পুষও পাষন্ড্র অকণ, কঠিন। আমার এই বল্লমে মেরেছি অনেক পশু। ভক্ষণ করেছি, রক্ষণ করেছি তোমার (তুই বলা বাদ দিয়েছি বেশ কিছুদিন)--সেই বজ্রমুষ্টিতে তেজ থাকবে না পুষের! রক্তে রক্তে,

জিনে জিনে, জিনোমে জিনোমে, কিছু মাত্রায়ও প্রবাহিত হবে না! তবু বলছি, তবু মানছি-পুষ ও নারী সমান-সমান। সমান সমান আইন চাই। দু'পাতা কবিতা লিখে আমার মেয়েরা যে নারীব্রত করছে, ছলনায় যশ কিনতে নাম লেখাচ্ছে বাজারে--সেই পুষেরই কাছে যাঞ্চা করছে বল্লমে-খোঁচা-কলম এগুবে না!

তবে কেন, মা-লক্ষ্মীরা, আমার বল্লম কেড়ে তোমাদের হাতে তুলে দেবে? তাহলে, কীভাবে হবে মীমাংসা এই হানাহানি, কাটাকাটি, মারামারি, খন্ডযুদ্ধের! বল্লম কারই নয়। পুষের হাত থেকে কেড়ে ফেলে দাও জলে-হাত দুটি এগিয়ে এসে হাত ধক দু'জনের। ভালোবাসায়-ভালোবাসায় বিবাহ হোক, সাম্যে ও সৌষ্ঠবে হোক সুন্দর বিছানা পাতা। যেমন একদিন আমি আর তুই, ভুঁইয়ে শুয়ে ভালোবাসায়, কামনায়, রিরংসায় বাগিয়ে ধরেছি সেই আদিম বল্লম, আর তুই শিহরণে, শীৎকারে আহ্-হা-আ-আ-আ..., বনের দীর্ঘ রাতগুলি কেঁপে উঠেছিল কিসের আলোকে। শুধু সেই শক্ত, দৃঢ় বল্লমটি থাকবে, ভালোবাসার কিংখাবে মুড়ে...

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com